পুরুলিয়ার টুসুগানে নারী জীবন

মহাদেব দাস

দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার লোক সঙ্গীতের মধ্যে টুসুগান একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। সারা বছরের আশা -আকাঙ্ক্ষার অতি প্রাচীন এই লোক উৎসবকে কেন্দ্র করে নানা ভাবনা প্রকাশিত হয়। অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত পুরো এক মাস জুড়ে চলে এই টুসু উৎসব সমারোহ। পুরো একটি মাস ধরেই চলে টুসু পুজো। আর শেষ দিন এর চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে টুসু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তোষলা বা তুষু নামক ব্রতের প্রচলন থেকেই এই উৎসবের সূত্রপাত হলেও অপেক্ষাকৃত দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার মাটিতেই এর জোরালো প্রতিষ্ঠা বলে আমরা দাবি করতেই পারি। এই টুসু পূজার রীতি রেওয়াজের পাশাপাশি এই উৎসবকে কেন্দ্র করে নারী জীবনের যে চিত্র পাই তবে পরিচয় গ্রহণে অগ্রসর হতে পারি।

প্রথমেই আসি এই টুসু পূজার রীতি ও রেওয়াজের আলোচনায়। অঘ্রাণ সংক্রান্তির দিন আলোচ্য এই ব্রতের উদ্‌যাপন শুরু হয়। ঘরের এক কোনে আলপনা মন্ডিত জায়গায় অথবা কোন কুলুঙ্গিতে রাখা হয় একটা সরা। গোটা পৌষ মাস ধরে সন্ধ্যের সময় সাধারণত কুমারী মেয়েরা তুস তোষলার কাছে নানাবিধ ছড়া নিজস্ব ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই ব্রত পালনে যেমন মেয়েদের ভূমিকা অধিক তেমনি সারা মাস জুড়ে যে ছড়া বা গান তারা আবৃত্তি করে সেগুলির মধ্য দিয়ে কুমারী মনের নানাবিধ আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ পায়। যেমন-

'ই চালের পুই উ চালের পু ই
কুন চালে হয় খেচুড়ি
ঘরে আছে ননদিনী
দিবে গালি আমারে।'

এ ছড়াই আবার গান রূপে প্রকাশ পায়। যাকে আমরা টুসু গান বা টুসু সঙ্গীত বলে থাকি।

বিভিন্ন অঞ্চলে টুসু পুজো এবং তাকে ঘিরে উৎসবের প্রচলন থাকলেও টুসু পুজোর সাধারণরীতি মূলত একই। অঘ্রাণের সংক্রান্তিতে টুসুর প্রতিষ্ঠা ঘরের

কুলুঙ্গীতে। থাকে কতকগুলি গোবরের নাড়ু, নাড়ুর উপর পিটুলি গোলা ছিঁটিয়ে দেওয়া হয়। তার উপর ছড়ানো হয় গাঁদা ফুল। এই সারাটিই হল টুসুর প্রতীক। কোন কোন অঞ্চলে আবার টুসুর ঘট পাতাও হয়। যত ব্রতচারিনী তত ঘট। কোন কোন জায়গায় ছোট একটি কুন্ড তৈরী করে তার মধ্যে গোবর দেওয়া হয়। পৌষের প্রত্যেকটি সন্ধ্যা বেলায় কুমারী অকুমারী নির্বিশেষে তরুণী ও কিশোরী মেয়েরা সম্মিলিত হয় পাড়ার কোন বিশেষ বাড়ির টুসু পূজার ঘরে। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই যে টুসুর ব্রত পালনের ক্ষেত্রে নারী জীবনেরই আধিপত্য। গ্রামের প্রত্যেকটি ঘরেই টুসু পূজা হবে এমন কোন মানে নেই। সাধারণত পাড়ায় পাড়ায় টুসুর প্রতিষ্ঠা হয়। এবং সন্ধ্যে থেকে অনেক রাত পর্যন্ত টুসু গানের অবিশ্রাম মহড়া চলে।

আমরা দেখি এই টুসু গানের মধ্যে নারী জীবনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনার নানা দিক প্রতিফলিত হয়। মেয়েদের যেমন আবেগ প্রকাশিত হয়, তেমনই ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রাণতাও তাদের কন্ঠে ধ্বনিত হয়। টুসু গানের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ বিরহিনী রাধার হাহাকার ধরা পড়েছে যেমন –

'একটি ডালের দুটি কোকিল
ডালে বসে করো কি
আর ডেকো না সোনার কোকিল
কৃষ্ণ হারা হয়েছি।'